প্রতিদিনের সংবাদ

ঢাবিতে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক উৎসব শুরু



ছবি : সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) অ্যাকশনএইড- ডিইউডিএস আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক উৎসব শুরু হয়েছে। শুক্রবার (০৩ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে এ উৎসব শুরু হয়।

ঢাবির প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিতর্ক উৎসবের উদ্বোধন করেন।

'প্রপোজিং পলিসিজ ফর সোশ্যাল ইনক্লুসিভিটি' প্রতিপাদ্য নিয়ে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস) দু'দিনের এই উৎসব আয়োজন করেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি জুবায়ের হোসেন। সংগঠনের চিফ মডারেটর অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা এবং অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের অ্যাডভোকেসি ও ক্যাম্পেইনিং বিভাগের সিনিয়র অফিসার জোহরা বিনতে জামান বনি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদ শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। সঞ্চালনা করেন ডিইউডিএস-এর সাধারণ সম্পাদক রাগীব আনজুম।

বিতর্ক উৎসব আয়োজন করায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানান প্রো-ভিসি অধ্যাপক মামুন আহমেদ।

নিয়মিত বিতর্ক চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যৎ কর্মজীবনেও সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪টি দল এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ১২টি দল এই বিতর্ক উৎসবে অংশগ্রহণ করছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ আশ্বিন ১৪৩২

DU in Media

03 October 2025

কালের কণ্ঠ

ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক আর নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ভাষাসংগ্রামী, কবি, প্রাবন্ধিক ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ আহমদ রফিক আর নেই। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ১০টার দিকে রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর।

এর আগে গত সোমবার তাঁকে পান্থপথের হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতাল থেকে বারডেম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আহমদ রফিক ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ইসমাইল সাদী গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'আহমদ রফিক দেহ দান করেছেন। তাঁর মরদেহ বারডেম হাসপাতালকে দেওয়া হবে।'

জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি মোহন রায়হান জানান, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকা



আহমদ রফিক

আহমদ রফিকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শেষ দিকে তিনি লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। কবিতা পরিষদের আয়োজনে আজ (শুক্রবার) সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ২

The Business Standard

Language Movement veteran Ahmed Rafiq passes away

OBITUARY - DHAKA

TBS REPORT

Ahmed Rafiq, a veteran of the 1952 Language Movement and a prominent writer, passed away in Dhaka last night due to old-age complications. He was 96.

He breathed his last at 10:12pm while undergoing treatment in the ICU of Birdem Hospital, hospital authorities confirmed to The Business Standard. He had been on life support.

Rafiq was admitted to the hospital on 11 September, according to BSS. Doctors said he had been suffering from multiple health issues, including diabetes, high blood pressure, chronic kidney failure, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, electrolyte imbalance, bedsores, and lung infections.

Born on 12 September 1929 in Shahbazpur, Brahmanbaria, Rafiq played an active role in the historic Language Movement, working closely with students from different campuses. He was



the only student from Dhaka Medical College to have an arrest warrant issued against him in 1954.

A prolific writer, Rafiq published his first book Shilpo Songskriti Jibon (Art, Culture, and Life) in 1958. Over his lifetime, he made significant contributions to Bangla literature and cultural discourse.

For his outstanding contributions, he was honoured with several prestigious awards, including the Ekushey Padak, Bangla Academy Award, and Rabindra Sahitya Award.

Funeral and burial details were yet to be announced at the time of filing this report.

ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক আর নেই

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

মিনারে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

আহমদ রফিক দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্রনিক কিডনি ফেইলিওর, আলঝেইমার্স, পারকিনসন্স, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, বেডসোর, ফুসফুসের সংক্রমণসহ নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন।

নিউ ইস্কাটনের গাউসনগরের একটি ভাড়া বাসায় একা বসবাস করতেন আহমদ রফিক। ২০০৬ সালে স্ত্রীকে হারানোর পর থেকে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছিলেন। তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না।

গত সোমবার থেকে তিনি বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গত ১১ সেপ্টেম্বর তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে বারডেম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই তিনি নিজের জন্মদিন পালন করেন। এর আগে এক মাসে দুই দফা হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল তাঁকে।

আহমদ রফিকের জন্ম ১৯২৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামে। তিনি মুন্সীগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) রসায়নে ভর্তি হন। তবে ফজলুল হক হলের আবাসিক সুবিধা না পেয়ে পরে ভর্তি হন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে।

১৯৫২ সালে মেডিক্যালের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ফজলুল হক হল, ঢাকা হল ও মিটফোর্ড হাসপাতালের ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। পাশাপাশি তিনি সভা-সমাবেশ ও মিছিলে নিয়মিত অংশ নিতেন।

১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের আন্দোলনকারী ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র তাঁর বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। ১৯৫৫ সালের শেষ দিকে তিনি প্রকাশ্যে আসেন এবং আবার পড়াশোনায় ফেরেন। এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করলেও তিনি চিকিৎসা পেশায় যাননি।

ভাষা আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে গভীর গবেষণা করেছেন আহমদ রফিক। কবিতা, প্রবন্ধ, গবেষণা, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ইত্যাদি মিলিয়ে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। দুই বাংলায় তিনি অন্যতম রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন।

লেখালেখি, গবেষণা ও সংস্কৃতিচর্চার মধ্যেই কেটেছে আহমদ রফিকের দীর্ঘ জীবন। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'শিল্প সংস্কৃতি জীবন'। এর পর থেকে লিখেই কাটিয়েছেন জীবন। তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারসহ বহু সম্মাননা পেয়েছেন। কলকাতার টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাঁকে 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি দেয়।

২০১৯ সাল থেকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে আসছিল। সে বছর চোখে অস্ত্রোপচার করা হলেও তেমন উন্নতি হয়নি। ২০২৩ সাল থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন তিনি। ২০২১ সালে পড়ে গিয়ে তাঁর একটি পা ভেঙে যায়। এর পর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হয়।

২০২৩ সালের একুশের বইমেলায় তাঁর দুটি বই প্রকাশিত হয়—সময় প্রকাশন থেকে ভারত-পাকিস্তান বাংলাদেশ কথা, আর এই সময় পাবলিকেশনস থেকে প্রবন্ধগ্রন্থ শিল্প-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য।

তাঁর প্রকাশিত কবিতা—নির্বাসিত নায়ক, বাউল মাটিতে মন, রক্তের নিসর্গে স্বদেশ, বিপ্লব ফেব্রারি, তবু, পড়ন্ত রোদ্দুরে, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভালোবাসা ভালো নেই, নির্বাচিত কবিতা, মিশ্র অনুভূতির কবিতা, একগুচ্ছ রাজনৈতিক কবিতা।

ছোটগল্প—অনেক রঙের আকাশ (প্রকাশিত ১৯৬৬)।

প্রবন্ধ ও গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে—শিল্প সংস্কৃতি জীবন, নজরুল কাব্যে জীবনসাধনা, আরেক কালান্তর, বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও বাংলাদেশ, ছোটগল্প : পদ্মাপর্বের রবীন্দ্রগল্প, একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা, এই অস্থির সময়, জাতিসত্তার আত্মসন্ধেষা : বাঙালি বাংলাদেশ, রবীন্দ্রভবনে পতিসর, বাঙলা বাঙালি আধুনিকতা ও নজরুল, বাংলাদেশ জাতীয়তা ও জাতিরাষ্ট্রের সমস্যা প্রভৃতি।

অনুবাদগ্রন্থ—জীবন রহস্য, অণুর দেশে মানুষ, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

সম্পাদিত সাময়িকী ও পত্রিকা—ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র নাগরিক (১৯৬৩-১৯৭১), দ্য ইস্ট পাকিস্তান মেডিকেল জার্নাল (১৯৬০-১৯৭০), দ্য মেডিকেল ডাইজেস্ট (১৯৬০-১৯৭০), পরিভাষা (১৯৬৮-১৯৭০), সৃজনেষু (মিনি সাহিত্যপত্র, ১৯৭২-১৯৭৬) এবং বাংলা একাডেমির চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিভাষা কোষ।